৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ১ মার্চ ২০০২/১৭ ফাল্গুন ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে সহিংস পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চলছে হল দখল ও পাল্টা দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রটির হাতে চলে আসছে অস্ত্র। এই অস্ত্রের যোগানদাতা দেশের রাজনৈতিক দলের নেতা ও ক্যাডাররা। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর আধিপত্যের জন্য তারা ছাত্রদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র। দিচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা। তাদের দেখাচ্ছে ক্ষমতা ও অর্থের প্রলোভন। বানাচ্ছে ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার। যখন অস্ত্রধারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে, তখন চলছে হল রেইড। কখনো বা লোক দেখানো, কখনো বা সত্যিকারে। রহস্যজনকভাবে পুলিশি রেইডে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর ক্যাডারদের অস্ত্র উদ্ধার হয় না। গ্রেপ্তার হয় প্রতিপক্ষ। হয়রানির শিকার হয় নিরীহ ছাত্ররা। এমনি ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি হল এখন অতীতের মতো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের হাতে জিম্মি। প্রতিটি হলে দলের বিভক্ত ক্যাডারেরা অস্ত্রের মহড়ায় ব্যস্ত। সশস্ত্র অবস্থায় চলছে হল পাহারা। বিডিআরের অতি গোপনীয় রেইডও উদ্ধার করতে পারেনি অস্ত্র। গ্রেপ্তার করতে পারেনি দলীয় ক্যাডার। বরং তারা হল থেকে গ্রেপ্তার করেছে সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন নিরীহ ছাত্রকে। উঠেছে তাদের ওপর অযথা নির্যাতনের অভিযোগ। বিডিআরের রেইড ছিল অপরিকল্পিত। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অপকৃ কর্মকান্ডের সাক্ষী হয়ে ছিলেন ২০০০ প্রতিনিধি।

আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। অতীতে দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রেখেছে তারা সাহসী ভূমিকা। রাজনৈতিক দলের হীন স্বার্থের কারণে সেই গৌরব আজ মলিন হতে চলেছে। রেইড দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার নয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

দেশের যুবসমাজ স্বউদ্যোগে গড়ে তুলছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাদের অর্থ, বুদ্ধি প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন অর্থিক প্রতিষ্ঠান। বেকারত্ব মোচনে সূচিত হয়েছে আজ নতুন দিগন্ত।